ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০১৬ এপ্রিল-জুন ১৪২৩ বৈশাখ-আষাঢ়

সূচি

সাধারণ পর্ষদের ৫ম সভা	০১
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি	০২-০৩
জেন্ডার নীতিমালা	০৩
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	০৪
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	০৫
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	০৫
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	০৬
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম	০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	০৮-০৯
ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম	১০
উপকূলীয় অঞ্চলের সুপেয় পানি সংকট মোচনে পদক্ষেপ	১১
তেজপাতার নার্সারী ও আরতি	১১
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১২-১৩
চুক্তি স্বাক্ষর	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
পরিচালনা পর্ষদের ২০৩তম সভা	১৬
পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org

সাধারণ পর্ষদের ৫ম সভা

পিকেএসএফ সাধারণ পর্ষদের ৫ম সভা বিগত ২২ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, জনাব মোঃ ফজলুল হক, জনাব মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী, বেগম রাজিয়া হোসেন, জনাব নাজির আহমেদ খান, ড. নাজনীন আহমেদ, প্রফেসর শফি আহমেদ, জনাব মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ, জনাব এস. এম. ওয়াহিদুজ্জামান বাবুর এবং ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের ওপর সভাপতি মহোদয় বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ফাউণ্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে পিকেএসএফ কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মালয়েশিয়ার চীফ মিনিস্টার এবং পেরাক রাজ্যের অর্থমন্ত্রীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পিকেএসএফ সফরের কথা উল্লেখ করেন।

সভাপতি মহোদয় মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিসহ বৈচিত্র্যময় এবং বহুমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পিকেএসএফ-এর জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-এর অধীনে ২০টি ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে ‘দিশারী’ কর্মসূচি এগিয়ে চলছে। এছাড়াও পিকেএসএফ সুস্থ শারীরিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রসারে শিশু কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। সভা সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে।

সভায় পিকেএসএফ-এর ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,১৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ গৃহীত নতুন দু'টি কর্মসূচি **প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন** এবং **সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া** মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

এই কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে ১৮টি জেলায় নির্বাচিত ১৯টি সহযোগী সংস্থার কর্ম-এলাকাভুক্ত ২০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়নগুলোয় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং চিহ্নিত ৩১,৮০৭ জন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমভুক্ত ২০টি ইউনিয়নে প্রবীণদের নিয়ে মোট ২৭৯টি গ্রাম কমিটি, ১৭৪টি ওয়ার্ড কমিটি ও ২০টি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটিগুলোর জন্য নেতৃত্ব, যোগাযোগ এবং মনিটরিং বিষয়ে নির্ধারিত ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয় ও পেনশন স্কীম গঠন, প্রবীণদের জন্য সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, অতিদরিদ্র প্রবীণদের জন্যে বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও প্যারা-ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি, প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সামাজিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি মোট ৭টি অনুমোদিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত মাসভিত্তিক সময়-নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৭টি সহযোগী সংস্থা (**আইডিএফ, ইএসডিও, প্রত্যাশী, উদ্দীপন, টিএমএসএস, এসডিএস, শার্প**) কর্তৃক নির্বাচিত মোট ৩৪৮ জন প্রবীণের প্রত্যেককে মাসিক ৫০০/-টাকা হারে মোট ৩,২২,০০০/-টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে **শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি** কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোট ৪৮ জন প্রবীণকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়।

এই সময়ে ৪টি সহযোগী সংস্থা (**রিক, উদ্দীপন, জাকস, এসডিএস**) কর্তৃক প্রবীণদের জন্য বিশেষ সহায়তা হিসেবে নির্বাচিত মোট ৭৪ জন প্রবীণকে ছাতা, ১৩ জনকে ওয়াকিং স্টিক এবং ৫ জনকে চেয়ার-কমোড বিতরণ করা হয়। এছাড়া উক্ত সময়ে ৫টি সংস্থা (**প্রত্যাশী, উদ্দীপন, টিএমএসএস, হীড, শার্প**) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২১ জন মৃত প্রবীণের সৎকার বাবদ প্রত্যেকের জন্য ১৫০০/-টাকা করে মোট ৩১,৫০০/-টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। **জাকস ফাউন্ডেশন** কর্তৃক জয়পুরহাট জেলার ধলাহার ইউনিয়নের সকল প্রবীণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ১৮ জন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধাকে ছাতা প্রদান করা হয়।

কর্মসূচিভুক্ত ১১টি সংস্থার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ৮টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত জমির দানপত্র রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩টি ইউনিয়নে শীঘ্রই রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে **প্রত্যাশী** পরিচালিত কালারমারছড়া ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং অন্যান্য ইউনিয়নগুলোতে শীঘ্রই প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। অবশিষ্ট ৮টি সংস্থার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের জন্য জমি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর কর্মএলাকা যশোর জেলার ফুলসারা ইউনিয়ন, **রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার**-এর মুন্সিগঞ্জ জেলার আড়িয়ল-বালিগাঁও ইউনিয়ন এবং **এসডিএস**-এর শরীয়তপুর জেলার তুলাসার ইউনিয়নে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

ছবি আঁকা ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মাগুরা জেলার ধনেশ্বরগাতী ইউনিয়নের ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছবি আঁকা ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে ৩৫ জন শিক্ষার্থী ছবি আঁকা এবং ৩৮ জন শিক্ষার্থী হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ১ম থেকে ৫ম স্থান অধিকারীগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

আন্তঃস্কুল দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা

ইএসডিও-এর উদ্যোগে বিগত ১১ মে ২০১৬ তারিখে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তঃস্কুল দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ঠাকুরগাঁও শহর ও শহরতলীর ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং ইসলামনগর উচ্চ বিদ্যালয় যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করে।

লোক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

সহযোগী সংস্থা **এসকেএস ফাউন্ডেশন**-এর উদ্যোগে ১-২ জুন ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধা জেলায় দুই দিনব্যাপী *শেকড়ের সেরা শিল্পী* ২০১৬ শীর্ষক লোক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। গাইবান্ধার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ৮৮ জন

কিশোর-কিশোরী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেরা ২০ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম ১০ জনকে *রেডিও সারাবেলা*-র নিয়মিত শিল্পী হিসেবে মনোনীত করা হয়।

কিশোরী ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ৭-৮ মে ২০১৬ তারিখে বাগেরহাট সরকারি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় কিশোরী ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬। বাগেরহাট সদর ও মংলা উপজেলার চারটি কিশোরী ক্লাবের ১৪-১৬ বছর বয়সী ৫২ জন কিশোরী টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। টুর্নামেন্টে মংলা

উপজেলার রূপসা কিশোর-কিশোরী ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রূপসা ক্লাবের মোসাম্মৎ লিখা টুর্নামেন্টে ৪টি গোল করে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা জনাব সুমন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

গরুর গাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতা

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে বিগত ১১ মে ২০১৬ তারিখে মাগুরা জেলার ধনেশ্বরগাতী ইউনিয়নে গরুর গাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি গরুর গাড়ি অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় শিশুদের পরিবেশনায় ছিলো নৃত্যানুষ্ঠান।

আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১৬

গত ১৯ এপ্রিল থেকে ১৮ মে ২০১৬ **পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন**-র উদ্যোগে আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ভৈরব উপজেলার ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এতে ৭টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে জামালপুর টেকনিক্যাল উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হবার মর্যাদা অর্জন করে।

জেন্ডার নীতিমালা

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৯৩তম সভায় ফাউণ্ডেশনে কর্মরত নারী চাকুরেদের কর্মস্থলে যে কোনো প্রকার হয়রানি হতে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে অনুসরণীয় নীতিমালার ৯নং ধারা মোতাবেক পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা মোতাবেক পিকেএসএফ-এ কর্মরত নারীরা যাতে যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশে কাজ করতে পারেন সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নারী চাকুরদের সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ও কর্মপন্থা প্রণয়ন করেছে। প্রণীত নীতিমালা ও কর্মপন্থাটির আলোকে অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি নারী চাকুরেদের যৌন হয়রানিমূলক অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং শাস্তির জন্য পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রদান করবে। কর্মক্ষেত্রে নারী চাকুরেদের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়নে পিকেএসএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কর্মক্ষেত্রে নারী অথবা পুরুষ সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে বা সমান অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যের কথা বিবেচনায় রেখে এবং পর্ষদ সভার নির্দেশনার আলোকে অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি একটি জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নারী চাকুরেদের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বছরে অন্তত একবার এই নীতিমালা সম্পর্কে পিকেএসএফ-এর নিয়মিত ও প্রকল্পভুক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবহিত করানোর বিষয়ে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

এসডিও এবং সুপারভাইজার ওরিয়েন্টেশন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ১৫০টি ইউনিয়নে চলমান ৫,০০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে ১,৪২,৩৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানকারী মোট ১৭০ জন সমাজ উন্নয়ন সংগঠক (এসডিও) ও ৮৫ জন সুপারভাইজারসহ (শিক্ষা) মোট ২৫৫ জনের ওরিয়েন্টেশন ২৯ মে থেকে ২ জুন ২০১৬ তারিখে ৫টি ব্যাচে আয়োজিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে শিক্ষা কার্যক্রম ও কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রম বিষয়ক দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অবহিত করা হয়। কর্মশালার ২য় দিনের ১ম সেশনে পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভা

১৯ জুন ২০১৬ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় **উন্নয়নে যুব সমাজ : প্রেক্ষিত ও করণীয়** শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের খসড়া নীতিমালা উপস্থাপন করেন। সভায় যুব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত ২৩টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রতিনিধি এবং **সমৃদ্ধি** ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সচেতনতামূলক পট গান

সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য ও পরিষেবার ওপর নির্মিত হয়েছে একটি পট গান। কর্মসূচিভুক্ত ১৫০টি ইউনিয়নে পটগান ও অন্যান্য সমাজ সচেতনতামূলক গান পরিবেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর সাংস্কৃতিক দলের কর্মীগণ পটগানসহ নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, পরিবেশ সচেতনতা ও মাদক বিরোধী গান পরিবেশন করে থাকেন। এপ্রিল-জুন ২০১৬ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে ১টি এবং **সমৃদ্ধি**ভুক্ত ৪৬টি ইউনিয়নে পটগানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: সমৃদ্ধির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৫০টি ইউনিয়নে মোট ২৫৮ জন স্বাস্থ্যসহকারী ও ১,৮৫৩ জন স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োজিত রয়েছেন। এপ্রিল-জুন ২০১৬ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে ৫৬,১৪৫টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি হয়েছে এবং ১২,২৪২টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ২,৩৪৫টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ১৮৫টি স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম: সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত দ্বিতীয় পর্বের ১০৭টি ইউনিয়নে দুই জন করে ২১৪ জন উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম জুন ২০১৬-তে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্বের ৪৩টি ইউনিয়নে দুই দফায় পুনর্বাসিত ৪১৩ জন উদ্যমী সদস্যসহ ১৫০টি ইউনিয়নে মোট ৬২৭ জন পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্য বর্তমানে আত্ম-মর্যাদাশীল জীবিকা নির্বাহ করছেন।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম: কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এপ্রিল-জুন ২০১৬ প্রান্তিকে ১,০৫৬টি বন্ধুচুলা ও ২,৩৭৪টি সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি: এপ্রিল-জুন ২০১৬ প্রান্তিকে প্রথম ধাপের নির্বাচিত ২০টি ইউনিয়নে ১৬৭টি সমৃদ্ধিকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে **সমৃদ্ধি**ভুক্ত অবশিষ্ট সকল ইউনিয়নে ৯টি করে মোট ১১৭০টি সমৃদ্ধিকেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও ৭৬৫টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম: বিগত অর্থবছরে ১৩৭টি ইউনিয়নে ২,০৫০টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন, ১,৪৯৯টি অগভীর নলকূপ, ৮০৭টি কালভার্ট/সাঁকো নির্মাণ এবং ৪টি বিশেষ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আরো ১০৭টি ইউনিয়নে ২১,৪০০টি অতিদরিদ্র খানায় স্লাব-স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদানের কাজ জুন মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১০টি ইউনিয়নের হাট/বাজারের নিকটবর্তী স্থানে একটি করে পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: বিশেষ সঞ্চয়-কার্যক্রমের আওতায় চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ২,১৮৯ জন সদস্য ১.৩২ কোটি টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। এছাড়াও মে মাস পর্যন্ত ৪৮৫ জন বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী সদস্যকে ৬৭.২০ লক্ষ টাকা অনুদান ফেরত দেয়া হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম: সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮৫ কোটি টাকা। এপ্রিল-জুন ২০১৬ প্রান্তিকে ১৯.৮৯ কোটি টাকাসহ এই অর্থবছরে মোট ৮৫.৯৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে **সমৃদ্ধি**র আওতায় ৩ ধরনের ঋণখাতে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় পিকেএসএফ Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৪৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ৪৫১ জন নারী এবং ১৯৮৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী। তন্মধ্যে ৮৩২ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। বিগত এপ্রিল থেকে জুন ২০১৬ সময়কালে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৭৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

কর্মশালা

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ-এর সভাপতিত্বে বিগত ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে জব প্লেসমেন্ট বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ২২টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জব প্লেসমেন্ট কর্মকর্তাগণ কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। প্রকল্পের আওতায় যথাযথ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের নির্বাচিত ১৬৪টি সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক, ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে বিগত ২৭ মার্চ হতে ১৯ মে ২০১৬ তারিখের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বমোট ১৩টি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ১৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং Skill Development Coordination Monitoring Unit (SDCMU)-এর যৌথ প্রতিনিধিদল টাঙ্গাইলের বাংলা জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস) সংস্থায় চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষে SEIP প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) প্রতিনিধিদলের সফরসঙ্গী ছিলেন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষে ছিলেন Rudi Van Dael, Senior Sector Specialist Ges A.K.M. Shamsuddin, Consultant। এছাড়াও ছিলেন SDCMU- এর পক্ষে Erich Guttman, Backstopper, SDC; Syed Nasir Ershad, AEPD, SEIP এবং Md. Ahsan Habib, TVET Specialist, SEIP।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের মধ্যে ব্যাপকতর সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মূলধারাভুক্ত একটি কার্যক্রম হিসেবে ২০১৩ সালে **সোশ্যাল এডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন** ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ইউনিটের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক এবং মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে এমন ধরনের তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ এবং প্রচার করা হয়ে থাকে।

এই ইউনিট তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ে বাল্যবিবাহ, নারী উত্যক্তকরণ, পুষ্টি ও প্রাথমিক সেবা সম্পর্কে পরিবারভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা, শিক্ষায় শিশুদের ঝরে পড়া, পরিবেশবান্ধব জৈব সার, লাগসই শষ্য ও সেচ ব্যবস্থা, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, উন্নত জাতের ছাগল পালন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করবে। প্রাথমিকভাবে এই ইউনিট মাদক সমস্যা, খাদ্যে ফরমালিনের ব্যবহার, নারী উত্যক্তকরণ ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর ৪টি পোস্টার মুদ্রণ করেছে। বিগত এপ্রিল-জুন ২০১৬ প্রান্তিকে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাভুক্ত কতিপয় ইউনিয়নের **সমৃদ্ধি** বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এই সময় স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির শাখা অফিস, ভিক্ষুক কর্মসূচি, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, আদর্শ বাড়ি পরিদর্শন করা হয়। এই পরিদর্শনে ইউনিটের মূল লক্ষ্য ছিল নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও মাদক সমস্যা হ্রাস ও নির্মূলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা খতিয়ে দেখা। এই লক্ষ্যে, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট প্রতিটি ইউনিয়নের **সমৃদ্ধি** ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, বিভিন্ন নারী দল, কিশোর ও কিশোরী দল এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি ও সহযোগী সংস্থার কর্মীদের সাথে আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছে।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

কাঁকড়া হ্যাচারীর ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন

PACE প্রকল্পের আওতায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরায় বিকাশমান কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারণের জন্য ভিয়েতনাম থেকে কাঁকড়ার হ্যাচারী প্রযুক্তি স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে কাঁকড়া হ্যাচারীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)**-এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ভিয়েতনামের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

হ্যাচারীর ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচনকালে প্রকল্প এলাকায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, **এনজিএফ**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব লুৎফর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দানকারী ভিয়েতনামের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান Center for Education and Community Development (CECD)-এর নির্বাহী পরিচালক Ms. Pham Thi Hong প্রকল্প এলাকায় উপস্থিত ছিলেন। ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচনকালে পিকেএসএফ-এর সভাপতি দেশের সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশে পিকেএসএফ-এর সহায়তা আরও সম্প্রসারণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফাউণ্ডেশনের ২৫ জন কর্মকর্তাকে ৫ দিনব্যাপী (১২-১৬ জুন ২০১৬) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ কোর্সের অধিবেশনসমূহ পরিচালনা করেন।

এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে ইনস্টিটিউট অব ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)-এর প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে Enterprise Management and Promotion of Private Business বিষয়ে ৪টি ব্যাচে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মোট ১০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণ এই কোর্সের অধিবেশনসমূহ পরিচালনা করেছেন।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে বর্তমানে ১৫টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। বিগত ২৬ জুন ২০১৬ ক্ষতিকর কীটনাশকমুক্ত সবজি ও সজনা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকরণ শিরোনামে একটি ভ্যালু চেইন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী সংস্থা **সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস্ (এসডিআই)**-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। তিন বছর মেয়াদী এই ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ২০০০ জন কৃষক ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার না করে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সবজি উৎপাদনের জন্যে প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা পাবেন।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কমিটির বিশেষ সুপারিশক্রমে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সালের জুন মাসে আরও দু'টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এ প্রকল্প দু'টি হল সহযোগী সংস্থা **বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট** প্রস্তাবিত টেকসই মৌ চাষ উন্নয়ন ও মধু বিপণনের মাধ্যমে মৌ চাষীদের আয় বৃদ্ধিকরণ এবং **শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন** প্রস্তাবিত ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প।

আইডিইবি-এর প্রতিনিধিদের সাথে সভা

দেশের কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে পিকেএসএফ ও আইডিইবি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রেক্ষাপটে বিগত ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আইডিইবি-এর ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভায় পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের ওপর একটি বিস্তৃত উপস্থাপনা প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নে আইডিইবি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় করা হয়।

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম

মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

দেশের ১৫টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার (পিআইপি) মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। গত ত্রৈমাসিকে সিসিসিপি-র আওতায় পিআইপিদের মাধ্যমে সর্বমোট ১,০৮৯ জন উপকারভোগীর বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে। এই সময়ে সর্বমোট ৫৫৪টি নলকূপ ও ২২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, ২টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র উঁচু করা হয়েছে। ৯৭৬টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং ১,৩৭১ জন উপকারভোগীকে পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে। ৩২৫ জন উপকারভোগীকে কেঁচো সার উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১,৭৯২ জন উপকারভোগীকে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প এবং অন্যান্য কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়েছে। ৬৭২ জন উপকারভোগীকে হাঁস/মুরগি পালনের জন্য ঘর প্রদান, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প এবং এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

পিএমইউ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি

আন্তঃপ্রকল্প সমন্বয় সভা: বিগত ১১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে **সিসিসিপি** এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি আন্তঃপ্রকল্প সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সিসিসিপি'র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ প্রকল্প দু'টির বিশেষায়িত ও অনন্য বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক **সিসিসিপি** ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোকপাত করেন।

জিপিএস যন্ত্র ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ: **সিসিসিপি**-র কর্মকাণ্ডসমূহের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিগত ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে **সিসিসিপি**-র আওতায় ৪১টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ কর্তৃক নিযুক্ত GIS পরামর্শকের সহায়তায় জিপিএস যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত ভৌগোলিক উপাত্ত সংগ্রহের ওপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন পিআইপি প্রতিনিধিবৃন্দ।

আরবিএম বিষয়ক কর্মশালা: প্রকল্প কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ও সাফল্য যাচাই এবং ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ২০ জুন ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে Sharing of RBM Findings শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, আরবিএম ও গবেষণা শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সিসিসিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর মাননীয় সচিব জনাব রাশেদুল ইসলাম। মূল পর্যবেক্ষণসমূহ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব মাহসিন হামুদা।

প্রকল্প সমাপ্তির প্রস্তুতি বিষয়ক কর্মশালা: বিগত ২২ ও ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে Preparedness Issues of Project Completion শীর্ষক দুই দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, **সিসিসিপি** প্রকল্পের সমন্বয়কারী ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী জহির উদ্দিন আহমদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ও হিসাবরক্ষকবৃন্দ। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা, প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন স্থাপনা ও কর্মকাণ্ড, প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে করণীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহকে নানামুখী দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়।

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর: বিগত ত্রৈমাসিকে **সিসিসিপি**-র আওতায় পিআইপি প্রতিনিধি ও উপকারভোগীদের জন্য নয়টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়। এসব সফরে **ওয়েভ ফাউন্ডেশন, আশ্রয়, নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন, ডাক দিয়ে যাই, সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা, অ্যাডামস** ও **পপি** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পসমূহের অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন প্রায় ২৫টি পিআইপির কর্মী ও উপকারভোগীবৃন্দ।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত রাজশাহী ও নাটোর জেলায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। ২৪ এপ্রিল তিনি সহযোগী সংস্থা **শতফুল বাংলাদেশ**-এর আয়োজনে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন বানেশ্বর ইউনিয়নে উন্নয়ন মেলা ও

স্বাস্থ্যক্যাম্প-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মেলায় ১৭টি স্টলের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম এবং সমৃদ্ধ বাড়িসহ সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ৫ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ৫৬৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সভাপতি মহোদয় সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ফাউণ্ডেশনের লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ছাগলের ব্রিডিং খামার ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন। তিনি সহযোগী সংস্থা **ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)**-র নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলাধীন মুর্শিন্দা ইউনিয়নে পরিচালিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সভাপতি মহোদয়ের সফরসঙ্গী ছিলেন।

- ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ০১ থেকে ০৫ মে ২০১৬ পর্যন্ত পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় কর্মরত ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **ডাক দিয়ে যাই**, **উদ্দীপন** ও **পিপিএসএস**-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সাথে ছিলেন।

০২ মে ২০১৬ তারিখে **ডাক দিয়ে যাই** কর্তৃক উন্নয়ন মেলা এবং সদস্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে সভাপতি মহোদয় বক্তব্য প্রদান করেন এবং মেলার স্টলসমূহ ঘুরে দেখেন। তিনি সংস্থার উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

তিনি সহযোগী সংস্থা **উদ্দীপন**-এর **সমৃদ্ধি** কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ও সমন্বয় সভায় যোগ দেন। এরপর তিনি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি সমৃদ্ধি কেন্দ্রের সামনে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। তিনি সংস্থার উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন।

- বিগত ০৪ জুন ২০১৬ তারিখে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ হীড বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি সংস্থা কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় পরিচালিত LIFT কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং তিনি সংস্থার কমলগঞ্জস্থ প্রজেক্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় LIFT কর্মসূচির আওতায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ব্রিডিং খামারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি LIFT কর্মসূচিভুক্ত ছাগল পালনকারী কৃষক সম্প্রদায়ের এক

সমাবেশে যোগদান করে
কৃষক পর্যায়ে ছাগল বিতর
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচ
সভাপতি মহোদয়ের সফর

- ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা
করিম বিগত ০৪ থেকে
চট্টগ্রামস্থ ফাউণ্ডেশনের দু'
ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশ
পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কুমার দাশ, সহকারী ব্য
তিনি **আইডিএফ** কর্তৃক
আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প,
রেড চিটাগং ক্যাটেল প্র
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শ
কর্তৃক আয়োজিত পটিয়া
চিকিৎসা ক্যাম্প পরিদর্শন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আইডিএফ-এর কৃষি প্রশি
উপজেলায় চরকানাই গ্রামে
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও চ
বন্দরটিলায় মমতা মাতৃস
উদ্বোধন করেন। পরিদর্শন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ম
উপস্থিত ছিলেন।

- জনাব মোঃ আবদুল ক
২০১৬ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও,
কর্মরত পিকেএসএফ-এর
পরিদর্শন করেন। পরিদর্শ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মশিয়ার রহমান, মহাব্যব
ছিলেন। তিনি **ইএসডি**
সম্মেলনে প্রধান অতিথি হি
সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধ

ন। তিনি উক্ত এলাকার দরিদ্র
রণ করেন। পিকেএসএফ-এর
লক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সঙ্গী ছিলেন।

পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল
ক ০৮ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত
টি সহযোগী সংস্থা **ইন্টিগ্রেটেড**
ন (আইডিএফ) এবং **মমতা**
নকালে জনাব গোলাম তৌহিদ,
ক (অর্থ) এবং জনাব অভিজিৎ
বস্থাপক তাঁর সাথে ছিলেন।
সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায়
, চক্ষু ক্যাম্প ও উন্নয়ন মেলা,
দর্শনী খামার ও খামারীদের
র্শন করেন। তিনি **মমতা** সংস্থা
উপজেলায় চরকানাই গ্রামে
করেন।

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায়
ক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন এবং পটিয়া
ম **মমতা** সংস্থার দুগ্ধ খামারের
ট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের
দন-এর সম্প্রসারিত ইউনিট
কালে আয়োজিত বিভিন্ন সভায়
হোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে

রিম বিগত ২৩ থেকে ২৫ মে
পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায়
বেশ কয়েকটি সহযোগী সংস্থা
নকালে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন,
ক (প্রশাসন) এবং জনাব মোঃ
স্থাপক (কার্যক্রম) তাঁর সাথে
ও কর্তৃক আয়োজিত কর্মী
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি
ধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন

করেন। তিনি **কাজী শাহেদ ফাউন্ডেশন**-এর চুক্তিভিত্তিক ডেইরী ফার্মিং ও বাজার সংযোগ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

২৪ মে সন্ধ্যায় তিনি **সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, অনুভব** ও **দৃষ্টিদান** সংস্থার নির্বাহী প্রধানদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ২৫ মে তিনি **আরডিআরএস বাংলাদেশ**-এর সংযোগ কর্মসূচি এবং প্রকল্পের আওতায় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদর্শিত কারচুপি, ম্যাট তৈরি, সেলাই, ঝুড়ি তৈরি, পাটের শিকে ও আগরবাতি তৈরির কাজসহ ভার্মি-কম্পোস্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।

- ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে ঝালকাঠি জেলায় কুলকাঠি ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)**-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাধীন নানামুখী কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কর্মী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন ও উঠান বৈঠকে মিলিত হন।
- বিগত ৬ থেকে ৭ মে ২০১৬ তারিখে ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলাধীন সহযোগী সংস্থা **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)** এবং **উন্নয়ন প্রচেষ্টা**-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি যশোর জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)** কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে প্রধান নির্বাহীসহ কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে **সাস** কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ডি-স্যালাইনেশন ওয়াটার প্ল্যান্ট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি উক্ত এলাকায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা **উন্নয়ন প্রচেষ্টা** কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত গাভীপালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থা দু'টির প্রধান নির্বাহীসহ উচ্চ ও মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) তাঁর সাথে ছিলেন।

- বিগত ২১ ও ২২ মে ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন নীলফামারী জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা **সেলফ হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)** এবং **আরডিআরএস বাংলাদেশ** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থাসমূহ কর্তৃক নীলফামারী জেলায় বাস্তবায়নাধীন সংযোগ ও LIFT কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন: LIFT অর্থায়নে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ব্রিডিং খামার), কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি **শার্প** কর্তৃক সংযোগ কর্মসূচির আওতায়

আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ও সদস্য সমাবেশেও অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা **গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)**-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) এবং জনাব এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক তাঁর সাথে ছিলেন।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাস্তবায়িত Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) প্রকল্পটির Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্ট ১ নভেম্বর ২০১৩ হতে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর অধীনে সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপায় সৃষ্টি ও পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দক্ষতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। এই উদ্দেশ্যে এপ্রিল-জুন ২০১৬ প্রান্তিকে কৃষিজ খাতে দুইটি কম্পোনেন্টে মোট ২৩৫০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ থেকে সদস্যদের কৃষিজ শস্য উৎপাদন ও ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। কৃষিজ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অকৃষিজ প্রশিক্ষণসমূহ প্রধানত ১২ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদী হয়ে থাকে। সেলাই/দর্জি প্রশিক্ষণে অধিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার কারণে ৩০ দিন মেয়াদে আয়োজন করা হয়। এছাড়া, বাঁশ বেত/হস্তশিল্প/কারচুপি ইত্যাদি ১২ দিন মেয়াদে শেখানো হয়। এছাড়াও সদস্যদের পরিবারের যোগ্য সদস্যকে তার কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩ মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রান্তিকে মোট ৩৭৫ জন সদস্যকে সেলাই, ৭৫০ জন সদস্যকে হস্তশিল্প এবং ৪৫০ জন সদস্যকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কার্যক্রমসমূহ	জন/সংখ্যা
সদস্যদের ব্যবসায়িক ও আয়বর্ধনমূলক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড	
শস্য বিষয়ক কৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (UPP Ujjibito)	৩০০
প্রাণিসম্পদ খাতে প্রশিক্ষণ (UPP Ujjibito)	৮২৫
কৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (RERMP-2)	১২২৫
অকৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
সেলাই প্রশিক্ষণ	৩৭৫
হস্তশিল্প (কারচুপি, টুপি, ব্লক-বাটিক, বাঁশ বেতের কাজ)	৭৫০
কারিগরি প্রশিক্ষণ	৪৫০
অনুদান সংক্রান্ত	
মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন (সংখ্যা)	১২৩
কেঁচো সার (সংখ্যা)	৮৮৯
অন্যান্য (সংখ্যা)	১৪০
বীজ প্রদান (ইউনিট)	৬২১১০
টিকা প্রদান (প্রাণি সংখ্যা)	২৩৩১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা

বিগত ৪ মে ২০১৬ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ৫ম সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ। সভায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের উর্ধ্বতন কর্মকতা জনাব গঞ্জালো সেরানো, ফার্স্ট সেক্রেটারী, হেড অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেকশন এবং জনাব ওয়াসিম আকরাম, প্রেগ্রাম অফিসার, ফুড সিকিউরিটি, LGED-এর RERMP-2 কম্পোনেন্টের প্রকল্প পরিচালক জনাব সালমা শহীদ উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত UPP-Ujjibito কম্পোনেন্টের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব এ.কে.এম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধিগণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং নতুন উদ্যোগসমূহকে স্বাগত জানান।

পুষ্টি-স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি কার্যক্রম	জন/সংখ্যা
পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেশন (ব্যাচ)	২১২৬৩
গর্ভবতী মহিলাকে সেবা প্রদান	৫০৭১
দুগ্ধদানকারী মাকে সেবা প্রদান	৯৯৪১
০-৫ বছরের নীচে শিশুকে সেবা প্রদান	২১২৪৪
তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুকে অন্য ডাক্তারের কাছে প্রেরণ	৩০৮
কমিউনিটি ইভেন্টস (সংখ্যা)	১১৩

সহযোগী সংস্থা ও প্রকল্প সমন্বয়কারীগণের সমন্বয় সভা

বিগত ২ জুন ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পের সকল সহযোগী সংস্থার সমন্বয়কারীগণের উপস্থিতিতে এক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অনুদান প্রদানসহ প্রকল্পের অর্জিত অগ্রগতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করার পাশাপাশি পরবর্তী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঝে ৫১৯টি পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান রেজিস্টার বিতরণ করা হয় এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই সাথে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কর্মপরিধি, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পদ্ধতি, হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সহযোগী সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারীগণ তাঁদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন।

উপকূলীয় অঞ্চলের সুপেয় পানি সংকট মোচনে পদক্ষেপ

লবণাক্ত পানি ক্রমাগত প্রবেশের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির সংকট আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য বর্ষাকালের বৃষ্টি পানি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকায় এই অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী লবণাক্ত ও দূষিত পানি পান করতে বাধ্য হওয়ায় তারা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন। এসব বিবেচনা করে পিকেএসএফ সংযোগ ও LIFT-সহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে এসব এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে সিডর ও আইলা-র পর পিকেএসএফ সংযোগ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬ মাস দরিদ্র খানা পর্যায়ে বিনামূল্যে দৈনিক ১.৩০ লক্ষ লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করে। এছাড়া, বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য পিকেএসএফ *সাহস* ঋণের আওতায় দরিদ্র সদস্য পর্যায়ে পানি সংরক্ষণ ট্যাংক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে।

২০১৪ সালে পিকেএসএফ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট স্থাপন করে সাশ্রয়ী মূল্যে দরিদ্র খানা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সুপেয় পানি সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলটিং-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততাপ্রবণ ৫টি জেলায় (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা) ১৭টি বিদ্যুৎ চালিত ও ২টি সৌরশক্তি চালিত সুপেয় পানির প্লান্ট স্থাপনের জন্য ১২টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৪.৮০ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করে। পিকেএসএফ উপকূলীয় অতিদরিদ্র খানা পর্যায়ে ২০০০টি পানির ট্যাংক বিতরণের জন্য ৯টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ২.৮০ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করেছে।

বিগত ২০ জুন ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ কর্মশালায় এই সকল অনুদান বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকটজনিত সমস্যার ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়। কর্মশালায় LIFT কর্মসূচিভুক্ত কিছু বিশেষ উদ্যোগেও অনুদান তহবিল প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও *বুনিয়াদ* কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ইউনিয়ন হতে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তেজপাতার নার্সারী ও আরতি

পরিবারভিত্তিক তেজপাতা জাতীয় মসলা উৎপাদন ও বিপণন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি লাভজনক আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে বর্তমানে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে মসলা জাতীয় পণ্য আমদানি করে থাকে। কাজেই উপযুক্ত মসলা জাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ এ জাতীয় পণ্যের ওপর আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করতে পারে। ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা এলাকার বেশ কিছু দরিদ্র পরিবার তেজপাতা উৎপাদন ও বাজারজাত করে লাভবান হয়েছেন।

নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় বসবাসকারী আরতি রানী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **পিপল্স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)**-এর ডোমার প্রাইম শাখার গজারিপাড়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য। আরতি ২০১২ সাল থেকে **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় নানাবিধ আর্থিক ও কারিগরি সেবা পেয়ে আসছেন। **সংযোগ** কর্মসূচির কারিগরি কর্মকর্তার পরামর্শে উৎসাহিত হয়ে আরতি ২০১৩ সালে নিজস্ব উদ্যোগে ভিটে সংলগ্ন ১০ শতক অনুর্বর জমিতে তেজপাতার নার্সারী শুরু করেন। নার্সারীতে চারার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নার্সারীটি ক্রমান্বয়ে একটি লাভজনক আয়ের উৎসে পরিণত হয়। এই ধরনের সাফল্যের অভিজ্ঞতায় **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উত্তরাঞ্চলের লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলায় কর্মরত ৪টি সহযোগী সংস্থার সদস্য পর্যায়ে তেজপাতার চারা বিতরণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে আরতির নার্সারীতে বর্ধিত সংখ্যায় তেজপাতার চারা সংযোজিত হয়। বর্তমানে তার নার্সারীতে ৪-৫ হাজার চারা এবং ৭০টি বড় গাছ রয়েছে। তেজপাতার নার্সারী হতে প্রতি মাসে প্রায় ৫-৬ হাজার টাকা আয় হওয়ায় আরতির সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। আরতিকে দেখে উৎসাহিত হয়ে এই এলাকায় আরও বেশ কয়েকটি দরিদ্র খানায় তেজপাতার নার্সারী গড়ে উঠেছে। পিকেএসএফ-এর পরামর্শে **সংযোগ**ভুক্ত অন্যান্য সংস্থাও নিজ উদ্যোগে সদস্য পর্যায়ে তেজপাতার চারা বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে **সংযোগ**ভুক্ত ২০টি সহযোগী সংস্থার প্রায় ২,৫৪০ জন সদস্য খানা পর্যায়ে তেজপাতার নার্সারী স্থাপনে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১০৯৩ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় ১০টি মডিউলের ওপর মোট ৪৮টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে নিজস্ব এবং এর সহযোগী সংস্থার চাকুরেবৃন্দের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের জন্যও চাহিদার প্রেক্ষিতে অনেক সময় প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। পিকেএসএফ দেশের বাহির হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য শিক্ষাসফর/ওরিয়েন্টেশন এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষার্থীদের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন বিষয়ে ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করে থাকে। এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ।

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়	ব্যাচ	মেয়াদ	সহ. সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী	ভেন্যু
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩ দিন	৩১	৩৮	পিকেএসএফ ভবন ও আইএনএম
আর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও বহুমুখীকরণ	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩ দিন	২৮	৩৭	পিকেএসএফ ভবন ও আইএনএম
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৩	৩ দিন	৪৮	৬৩	পিকেএসএফ ভবন ও আইএনএম
এনজিও এবং এমএফআইদের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৫ দিন	১৬	১৭	পিকেএসএফ ভবন
এনজিও-এমএফআইদের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক	২	৫ দিন	৩০	৩৮	পিকেএসএফ ভবন ও আইএনএম
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	প্রধান কার্যালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	৩ দিন	১৯	২২	আইএনএম
সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৩	৫ দিন	৫০	৬১	আইএনএম
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	শাখা কার্যালয়ের হিসাবরক্ষক	২	৪ দিন	৩৫	৪১	আইএনএম
দলীয় গতিশীলতা: সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মী	১৮	৫ দিন	২৯	৪৩৪	ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ১১টি ভেন্যু
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মী	১৪	৫ দিন	৩৪	৩৪২	ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৯টি ভেন্যু
মোট		৪৮	----	----	১০৯৩	

N-61st BCS কর্মকর্তাদের জন্য সেশন আয়োজন

N-61st BCS Foundation-এর ৩৩ জন কর্মকর্তার জন্য Programs & Activities of PKSF in Poverty Alleviation বিষয়ের ওপর ৩১ মে ২০১৬ তারিখে অর্ধদিবসের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স পিকেএসএফ ভবনে আয়োজন করা হয়।

প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ

- প্রকল্পের আওতায় প্রতিবেদনাধীন সময়ে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য Orientation on Reporting Formats for MEs and VCD Activities শীর্ষক অর্ধদিবসব্যাপী ১২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে মোট ১৪৩টি সহযোগী সংস্থার ২৩৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বার্ষিক পর্যালোচনামূলক কর্মশালা শীর্ষক ২ দিনব্যাপী ১টি প্রশিক্ষণ পিকেএসএফ ভবনে আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে মোট ১২টি সহযোগী সংস্থার ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা থেকে সংস্থার নিজস্ব ও সহযোগী সংস্থার জনবল ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের আওতায় Caritas Bangladesh এর উচ্চ/মধ্যম পর্যায়ের ১৮ জন কর্মকর্তার জন্য বিগত ০১-০৫ মে ২০১৬ পর্যন্ত New Financial Product Design & Management in Advanced Microfinance Program শীর্ষক একটি কাঠামোভুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	আয়োজক	ভেন্যু	মেয়াদ	অংশগ্রহণকারী
জৈব সার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএআরআই-এর ট্রেনিং কমপ্লেক্স, গাজীপুর	এপ্রিল ২৪-২৮, ২০১৬	৫
Introduction to Climate Change	Centre for Climate Change and Environmental Research (C3ER) BRAC University	BRAC University	মে ২৪-২৯, ২০১৬	২
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই (a2i)	বিয়াম ফাউন্ডেশন	মে ২৮- জুন ১, ২০১৬	৫
Microsoft Project	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	মে ৩০-জুন ০৫, ২০১৬	২

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার মোট ১৫ জন কর্মকর্তা Exposure visit on Agricultural Finance শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আওতায় বিগত ০৯ থেকে ১৫ মে ২০১৬ তারিখে জাপান সফর করেন। ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থার মোট ১০ জন কর্মকর্তা Interventions for Ultra Poor in Philippines শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে ১০ থেকে ১৭ মে ২০১৬ পর্যন্ত ফিলিপাইন সফর করেন।

Interventions for Ultra Poor in Sri Lanka শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার মোট ৯ জন কর্মকর্তা ১৪-২২ মে ২০১৬ পর্যন্ত শ্রীলংকা সফর করেন। জনাব এ. কে. এম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

বিগত ৩০ মে থেকে ১ জুন ২০১৬ তারিখে ইটালির রোমে ইফাদ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Initiative on Impact Evaluation (3IE) ও Research and Impact Assessment (RIA) কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত Promoting Agricultural Innovation through Impact Assessment শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপে ড. তাপস কুমার বিশ্বাস পরিচালক (গবেষণা), পিকেএসএফ অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার ১৪ জন কর্মকর্তা Exposure visit on Agricultural Business বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে বিগত জুন ০৬ থেকে ১২, ২০১৬ তারিখে জাপান সফর করেন। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ), পিকেএসএফ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

চুক্তি স্বাক্ষর

তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এর মধ্যে বিগত ২৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আইডিইবি-এর পক্ষে সংস্থার সভাপতি প্রকৌশলী এ.কে.এম.এ. হামিদ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

দক্ষ ও বিশ্বমানের শুশ্রূষাকারী (Caregiver) ও পরিষেবা সহকারী (Nursing Assistant) তৈরির লক্ষ্যে বিগত ১২ মে ২০১৬ তারিখে ফাউণ্ডেশনের SEIP প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ এবং স্যার উইলিয়াম বেভারেজ ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ এবং স্যার উইলিয়াম বেভারেজ ফাউন্ডেশনের এদেশীয় প্রতিনিধি জনাব জীবন কানাই দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম।

পিকেএসএফ এবং ইনোভিশন কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর মধ্যে বিগত ৫ জুন ২০১৬ তারিখে Sustainable Transformation out of Extreme Poverty: Pathway Analysis of Promoting Financial Services for Poverty Reduction (PROSPER) Programme of PKSF শীর্ষক গবেষণা কাজের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এবং ইনোভিশন কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে জনাব মোঃ রুবাইয়াত সারোয়ার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, সংযোগ এবং ইনোভিশন কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর জনাব গালিব ইবনে আনোয়ারুল আজীম, এসোসিয়েট, টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ও জনাব সায়মা আলম সামান্থা, এসোসিয়েট, গবেষণা উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত মুগডাল জাপানের ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দিতে Grameen Yukiguni Maitake (GYM) নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে পিকেএসএফ ২০ জুন ২০১৬ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী GYM জাপানের ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত মানের মুগডাল উৎপাদনের জন্য এতদ্বিষয়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে এবং উৎপাদিত মুগডাল জাপানে রপ্তানি করতে কৃষকদের নিকট হতে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয় করবে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ডের জন্য স্থায়ী সম্পদ অর্জনে উদ্যোক্তাদেরকে লিজ ফাইন্যান্সিং-এর আদলে আর্থিক সেবা দেয়ার বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বিগত ২০ জুন ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ ও জনাব এস.এম.রহমান, পরামর্শক-এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল পিকেএসএফ-এর পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

বিগত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ শুশ্রূষাকারী সৃষ্টির জন্য পিকেএসএফ ও এ কে খান হেলথ কেয়ার ট্রাস্ট-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং এ কে খান হেলথ কেয়ার ট্রাস্ট-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামানজার শ্যামা খান স্বাক্ষর করেন। প্রথম ধাপে এ কে খান হেলথ কেয়ার ট্রাস্ট ১৫ জনকে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ শুশ্রূষাকারী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। দ্বিতীয় ধাপে বিদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও শিক্ষাকালীন খণ্ডকালীন চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করবে।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২৫৪৭৫.১৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৪২০৩৭.২৭ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.১৩ ভাগ। নিচে এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	১৭১৯৯.৪০	৩৩৬৭.৬২
জাগরণ	১০৩০৭৪.৬৯	১৮৫৮৩.৭৭
অগ্রসর	৩৬৯১২.৪০	১১৬৬২.৪৩
সাহস	৬৯০.২০	১৮৮.৭৫
সুফলন	৬১২১৫.৭০	৬৯৬৪.৬৭
কেজিএফ	৪০০৫.০০	৯৩৭.৫০
সমৃদ্ধি	১৪৯১.৫৭	১০৮৬.১৫
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৭৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২২৭৫১৯.৬৮**	**৪২৮০৪.৬১**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৫.৫৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট	৬৩৯.৫০	২৬২.৪২
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৭৫.৭২	১৭.৫০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	১১৬.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	**৬৭১.৩২**	**০.০১**
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪৫১৭.৫৯**	**৫০৪.০৪**
সর্বমোট	**২৪২০৩৭.২৭**	**৪৩৩০৮.৬৫**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৪-১৫) এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৫-১৬) এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
বুনিয়াদ	১৮৫৩.১০	২০১১.৫০
জাগরণ	৭৭২৫.৭০	৭৯৫৮.৫০
অগ্রসর	৪৬৬৯.৬০	৫৮৬৭.৬০
সুফলন	৮১২২.৫০	৭৭১৭.০০
সাহস-ডিএমএল	১১২.০০	৬২.০০
কেজিএফ	৭৫৩.০০	১০৩৫.০০
সমৃদ্ধি	৩৫৩.১০	৭০৩.১৬
প্রাতিষ্ঠানিক	০.০০	০.০০
লিফট	১০০.৩০	১২০.৪৩
মোট	২৩৬৮৯.৩০	২৫৪৭৫.১৮

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ২২৬.৮৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২১৯৬.৭৫ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৭। এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৯.২৬ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৩৩ জনই মহিলা।

Component-wise Loan Disbursement in FY 2014-15
(Up to April-2015) Million Taka

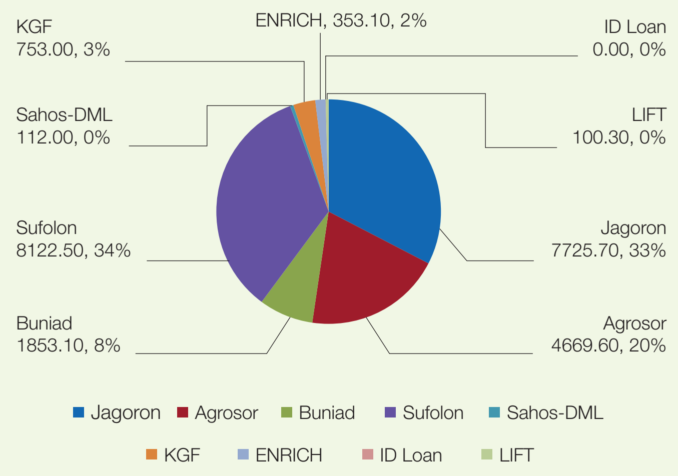

Component-wise Loan Disbursement in FY 2015-16
(Up to April-2016) Million Taka

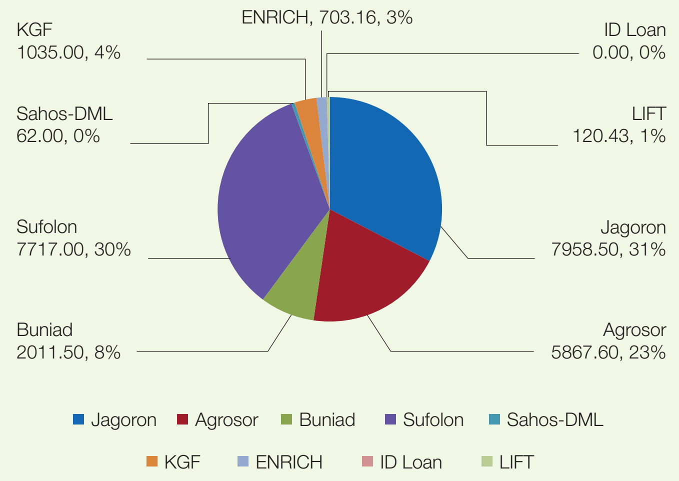

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবীর	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক	:	জনাব মোঃ আবদুল করিম ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য	:	মাসুম আল জাকী শারমিন মৃধা সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

পরিচালনা পর্ষদের ২০৩তম সভা

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ২০৩তম সভা ২২ জুন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। পর্ষদের সদস্য ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০১৫-১৬ সালের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। সভায় ফাউণ্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতির ওপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি পর্ষদকে অবহিত করেন যে, উন্নয়ন সহযোগী ডিএফআইডি-র অর্থায়নে Pathways to Prosperity for the Extreme Poor (PPEP) শীর্ষক একটি প্রকল্প অতি শীঘ্র কার্যকর হতে যাচ্ছে।

দেশের অতিদারিদ্র্য হ্রাসকল্পে প্রস্তাবিত প্রকল্পে পিকেএসএফ-এর সম্পৃক্ত হওয়া এবং Extreme Poor Livelihood কম্পোনেন্টটি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের প্রস্তাব পর্ষদ অনুমোদন করে। পরিচালনা পর্ষদের ১৯৭তম সভায় বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত Low Income Community Housing Support প্রকল্পে পিকেএসএফ-এর সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টিও ২০৩তম পর্ষদ সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প

বিগত ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে ঢাকার পরিকল্পনা কমিশনের এনএফসি ভবনে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে Low Income Community Housing Support প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জনাব কাজী শফিকুল আজম, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব জাহিদ হোসাইন। উক্ত প্রকল্পে অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংকের International Development Association (IDA)। প্রকল্পে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নির্বাচিত পৌরসভা এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় ১৩টি নির্বাচিত পৌরসভার প্রায় ৪০,০০০ নিম্ন আয়ের মানুষ আবাসন ঋণ সুবিধা পাবে এবং ১,২০,০০০ মানুষ উন্নত সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হবে।

শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট নিরসনের জন্য সরকারের সহায়তা, কমিউনিটি সঞ্চয় এবং বেসরকারি ঋণদাতাসহ সকল ব্যবস্থাসমূহকে একত্রিত করা হবে। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (NHA) এবং পিকেএসএফ যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্প চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ। বিশ্বব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি জনাব জাহিদ হোসাইন। প্রকল্পটিকে ৫টি কম্পোনেন্টে ভাগ করা হয়েছে। পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করবে কম্পোনেন্ট-সি (আশ্রয় ও ঋণ সুবিধা)। ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প ২টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে: পাইলট পর্যায় এবং আবর্তন পর্যায়।